দ্বিতীয় অধ্যায়

যুগস্রষ্টা বেজবরুয়ার বহুমুখী সাহিত্য-কৃতির পরিচয় ও বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। এই সময় সমগ্র আসামের সরকারী ভাষা ছিল বাংলা। যেহেতু বঙ্গের মানুষ আসামের পূর্বেই বৃটিশ শাসনাধীনে আসে, তাই বঙ্গবাসীগণ আসামের জনগণের পূর্বেই ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পায়, নগর জীবনের সংস্পর্শে আসে। ১ কলকাতা তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী। কলকাতার নাম তখন ভারতবাসীর মুখে-মুখে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বহু মানুষ কলকাতা আসতেন, আসতেন আসামবাসী অসমীয়া ভাষীরাও। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি দেখে তাঁরা মাতৃভাষা অসমীয়ার উন্নতি-সাধনে দৃঢ় সংকল্প হন। ২ এঁদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়। তিনি কলকাতায় থেকে কলেজীয় শিক্ষালাভ করেন। ৩ বেজবরুয়া আইন পড়েন, ইংরেজী নিয়ে এম.এ.ও পড়েন, তবে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ডিগ্রী নেননি। বেজবরুয়া যে কলকাতায় কলেজীয় শিক্ষালাভের জন্য আসেন, তা তখন বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই সময় সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সুমহিমায় প্রতিষ্ঠিত; রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস, ধর্মে শাশ্বত শাশ্বত জীবনের বাণী শোনাচ্ছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বিজ্ঞানে নবআবিষ্কারের প্রেরণা দিচ্ছেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। কলকাতা প্রবাসী অসমীয়া ছাত্রগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করে জন্মভূমি আসামের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য প্রেরণা পান এঁদের সকলের কাছ থেকে। ফলস্বরূপ তাঁদের 'টি-পার্টি' থেকে প্রসূত হলো অ.ভা.উ.সা সভা অর্থাৎ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। ৪ তাঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো 'জোনাকী' পত্রিকা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা। দ্বিতীয় সম্পাদক ও সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। বেজবরুয়ার সাহিত্যিক হাতে খড়ি এই 'জোনাকী' পত্রিকায়। 'লিতিকাই' প্রহসনটি এই 'জোনাকী'র পাতাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল তিনি নাটক তথা প্রহসন রচনা থেকে

82786 23 AUG 1983 UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY

বিরত থাকেন । বেজবরুয়ার অক্লান্ত লেখনী প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কত রচনাই না সৃষ্টি করেছে । অধিকাংশ রচনা উদ্দেশ্যমূলক হলেও তাঁর রচনাসমূহ অসমীয়া সাহিত্য ভান্ডারের অতীব মূল্যবান বস্তু । রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে প্রশ্ন উদিত হয় রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছেন তা নয়, তিনি কি লেখেন নি, তাই । আসামরত্ন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সম্পর্কেও আলোচনা করতে গেলে অনুরূপ প্রশ্ন মনে আসে । লক্ষ্মীনাথও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যের বিভিন্ন রাজপথে এমনকি অলিতে গলিতেও বিচরণ করেছেন । তিনি গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, জীবনচরিত লিখেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন । তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা বিস্ময়কর । বেজবরুয়ার জন্ম হয়েছিল লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে । তাই তাঁর নাম হয়েছিল লক্ষ্মীনাথ । সত্যিই তিনি লক্ষ্মীনাথ হয়েছিলেন। জীবনে প্রচুর অর্থউপার্জন করেছেন সুহৃদ বি.বরুয়ার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে । লক্ষ্মী যাকে কৃপা করেন, সরস্বতী তাকে নাকি পরিত্যাগ করেন । লক্ষ্মীনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবাদটি সত্য বলে প্রমাণিত হলো না । বিধাতার মত খেয়ালী নেই, রসিকও নেই । তাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক মুখর হয় । তাঁর ইচ্ছায় নীরস কাষ্ঠ - ব্যবসায়ীও সরস সাহিত্যের কারবারী হয় । বলা বাহুল্য বেজবরুয়া কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন । উকিল - মোক্তার - শিক্ষক - ডাক্তার সাহিত্যের সেবা করে বরেণ্য হয়েছেন খুব শোনা যায়, কিন্তু কোন কাষ্ঠ ব্যবসায়ী একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে সর্বসম্মত সম্মানিত হয়েছেন এমন নজির বিরল ।

'জোনাকী' যুগের লেখক বললে লক্ষ্মীনাথ বাদে আরও দুজনের কথা মনে পড়ে। তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র গোস্বামী ও চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা । 'জোনাকী' কে কেন্দ্র করে এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে । এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন লক্ষ্মীনাথ । ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'জোনাকী যুগ' বলে অভিহিত । ড: মহেশ্বর নেওগ তাকেই ''বেজবরুয়া যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন । এই যুগকে ইংলন্ডের রেস্টরেশন যুগের সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্মীনাথকে বলতে হয় 'জোনাকী যুগে'র ড্রাইডেন । রেস্টারেশন যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেমন ড্রাইডেনের মধ্যে নিহিত, তেমনি 'জোনাকী যুগের' সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্মীনাথের মধ্যে বিদ্যমান । রোমান্টিক যুগের বার্তাবাহী এই 'জোনাকী' পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া চিন্তামানসের শুভ উন্মেষক । ৬ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বঙ্গের বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৭২) । বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই পত্রিকাটির প্রভাব অপরিসীম । এই পত্রিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন - "যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগত কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। .... বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল ..... আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে মহিমরশ্মি নিপতিত হইল। ৭ অসমীয়া জীবনে "জোনাকী" ও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

লক্ষ্মীনাথ অসমীয়া ছোট গল্পের জনক। বেজবরুয়ার ছোট গল্পের সংকলন তিনটি -'সুরভি' (১৯০৯), 'সাধুকথার ক,কি'(১৯১০) ও'জোনবিরি'(১৯১৩)। এই সংকলন তিনটিতে প্রায় ষাটটির মত গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রাচীন সাধুকথা ও আধুনিক অসমীয়া গল্পের সেতুবন্ধন করেছিলেন বেজবরুয়া মহাশয়। এই সময় বিশ্ব জুড়ে ছোট গল্পের সমাদর। চেখভ, মোপাসাঁর গল্প মাত্রেই লোভনীয় বস্তু। এঁরা বেজবরুয়ার সামান্য পূর্বের। তাঁর সমসাময়িক সুবিখ্যাত ভারতীয় গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি। গল্পলেখক হিসেবে লক্ষ্মীনাথ নিশ্চয়ই বিশ্ববিখ্যাত ওইসব সারস্বত সাধকদের সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তবুও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কৃতী লিখিয়েদের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের নামটিও উল্লেখ করতে হয়। বেজবরুয়া প্রহসনও লিখেছেন। যেমন - 'লিটিকাই'(১৮৯৯), 'নোমল', 'পাঁচনি', 'চিকরপতি- নিকরপতি'(১৯১৩) প্রভৃতি। বেজবরুয়ার লিটিকাই 'জোনাকী'র প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ৮ বেজবরুয়ার লিটিকাই একটি সার্থক প্রহসন।

বেজবরুয়া উপন্যাসও লিখেছেন। উপন্যাসের রাজপথে তিনি জীবনে একবারই বিচরণ করেছেন। 'পদুমকুঁ-য়রী' তাঁর একমাত্র উপন্যাস। বস্তুত অতীত ঐতিহ্যপ্রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ এই উপন্যাসেই সূচিত হয়েছে, যদিও উপন্যাস রচনায় তিনি তেমন সফলতা লাভ করতে পারেন নি। ১ প্রবন্ধকার হিসেবে বেজবরুয়ার নাম না করলেই নয়। তাঁর'তত্ত্বকথা' – কৃষ্ণকথা' 'ভগবৎকথা' – অসমীয়াভাষী কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারবে না। বেজবরুয়ার অধিকাংশ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধ বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কীয়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘু রচনার জন্যও বেজবরুয়ার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয় । বাঙ্কিমের 'কমলাকান্তের' মত তাঁর 'কৃপাবর বরুয়া' অমর সৃষ্টি । বেজবরুয়ার কৃপাবর বরুয়ার'কাকতর টোপোলা' (১৯০৪) প্রথম অসমীয়া হাস্যরসাত্মক রচনা । ১০

বেজবরুয়া কবি ।বেজবরুয়ার কবিতা - কোষ 'কদমকলি' । এতে বিভিন্ন ভাব ও রস সমৃদ্ধ ৮১টি কবিতা স্থান পেয়েছে । এর অনেক কবিতাই অসমীয়ার মুখেমুখে । (যেমন –'আমার জন্মভূমি', ধনবর আরু রওনী', 'রতনীর বেজার প্রভৃতি)। এই কবিতা সংকলনে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা সত্যই প্রশংসনীয় ।

বেজবরুয়া শিশু সাহিত্যিক । অসমীয়া শিশু তাঁর 'জুনুকা', 'বুঢ়ী আইর সাধু', 'ককা দেউতার নাতি লরা' র কথা কখনো ভুলতে পারবে না । 'জোনাকী যুগে'র যে সমস্ত লেখক শিশুসাহিত্য রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, বেজবরুয়া তাঁদের অন্যতম ।

বেজবরুয়া জীবনবৃত্ত এবং আত্মজীবনীও লিখেছেন । তাঁর এই শ্রেনীর রচনা হল – (১) ডাওরীয়া দীননাথ বেজবরুয়ার জীবনী (২) শ্রী শংকরদেব (৩) মহা – পুরুষ শংকরদেব আরু শ্রী মাধবদেব (৪) মোর জীবন সোঁয়রন । সর্বশেষটি তাঁর আত্মজীবনী । অসম্পূর্ণ হলেও গ্রন্থটি অসমীয়া সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ ।

উপদেশাত্মক রচনাও কিছু লিখেছেন বেজবরুয়া । 'কামতকৃতিত্ব লভিবর সংকেত' ও'বাখর' এই জাতীয় রচনা । ইতিপূর্বে বেজবরুয়ার 'লিতিকাই' প্রহসনের কথা বলা হয়েছে । এর প্রকাশকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ । এরপর দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিককাল বেজবরুয়া নাটকের রাজপথে পদক্ষেপ করেন নি । আবার ১৯১৫ - খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'বেলিমার' ও'জয়মতী কুঁয়রী', অসমীয়া সাহিত্যের তিনটি মূল্যবান মুক্তা, বললে অত্যুক্তি হয় না ।

বেজবরুয়া একজন কৃতী সমালোচক । এই প্রসঙ্গে স্মরনীয় তাঁর 'সামাজিক', 'অসমীয়া জাতি' ইত্যাদি প্রবন্ধ । তাঁর রচনাশৈলী, শব্দ নির্বাচন, উপমার সার্থক প্রয়োগ অতুলনীয় – তা না জানলে অসমীয়া সাহিত্যের রসাস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে যায় । রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি, অথচ বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন এমন ব্যক্তি যেমন বিরল, তেমনি বিরল অসমীয়া পাঠক যিনি বেজবরুয়া অধ্যয়ন করেন নি । যাহোক কী কারণে বেজবরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে যুগস্রষ্টারূপে স্বীকৃত তা আলোচনা করা প্রয়োজন ।

অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আজ আর কেউ অবিদিত নন। এই ভাষা ও সাহিত্য আর পাঁচটা আঞ্চলিক ভাষার মতই দ্রুত পদক্ষেপে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতিতে 'জোনাকী যুগে'র শ্রেষ্ঠ পুরোধা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ডঃ মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বলেছেন —" বেজবরুয়ার ব্যক্তিত্ব আর বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের এটি সমষ্টিত্ব বা ঐক্যগুণ দান করিছে'। ১১ তাঁর প্রযত্ন ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বে এই 'জোনাকী যুগ' সমুজ্জ্বল। এই সময়ে তিনি অসমীয়া সাহিত্যে হিমালয়ের মত উচ্চশির। এই যুগের সমস্ত সারস্বত সাধকের উপরই তাঁর অনুশাসন কম বেশী পরিমাণে বর্তেছিল। বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতই লক্ষ্মীনাথ দীর্ঘকাল ধরে অসমীয়া সাহিত্যিকদের উপর নেতৃত্ব করেছিলেন। এই কারণেই ডঃ মহেশ্বর নেওগ অতি সংগতভাবে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে 'বেজবরুয়া যুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। ১২

বেজবরুয়া বঙ্গের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৩ তাঁর পত্নীর নাম প্রজ্ঞাসুন্দরী। তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল। বেজবরুয়ার প্রতিভার বিকাশে তাঁর পত্নীর অবদান কম নয়। বেজবরুয়ার মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। এই সময় অসমীয়া সাহিত্যের প্রাণ-বীণায় একটি পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থা সূত্রে এই পরিবর্তন অসমীয়া সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারা থেকে অতি আধুনিক ভাবধারার অভিমুখে সংক্রমণের ইঙ্গিতবাহী।

বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করা প্রয়োজন। বেজবরুয়াকে ইতিপূর্বে রেস্টোরেশন যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ড্রাইডেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রেস্টোরেশন যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য জোনাকী যুগে দেখা যায়। তাই বলে আক্ষরিক ভাবে জোনাকী যুগকে রেস্টোরেশন যুগ বলা যাবে না। রেস্টোরেশন যুগে গ্রন্থ সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমালোচনা সাহিত্য একটি সুস্থ রূপ পরিগ্রহ করে। 'জোনাকী যুগে'ও অনুরূপ দেখা যায়। রেস্টোরেশন যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেমন ড্রাইডেনের মধ্যে বিদ্যমান, জোনাকী যুগেরও সমস্ত বৈশিষ্ট্য বেজবরুয়ার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রশ্ন, তাহলে 'জোনাকী যুগ' অর্থাৎ 'বেজবরুয়া যুগের' অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী ?

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইংরেজী

সাহিত্যের প্রেরণার স্থল ছিল ফরাসী ও ল্যাটিন সাহিত্য । প্রায় সব ইংরেজ কবি-লেখকই ফরাসী ও ল্যাটিন জানতেন । কেবল ইংরেজ নয়, ইউরোপের বহিভূ্ত বহু দেশের সারস্বত সাধকগণ ওই ভাষা দু'টি শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন । এই সময়ের ইংরেজী কবিতায় প্রাণের স্পর্শ ততটা অনুভূত হয় না, হৃদয় নয় বুদ্ধিকেই এই সময় শ্রেষ্ঠ কবিতার শিরোপা দেওয়া হত । স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের কবিতায় শব্দবিলাস প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় । এই ধরণের বিলাসিতার সংক্রমণ অসমীয়া সাহিত্যেও দৃষ্ট হয় । বেজবরুয়ার 'কদমকলি'র অন্তর্গত 'চন্দ্রাধার দ্বন্দ্ব', 'ধোয়া ধোয়া', 'ভারতবর্ষীয় জাতীয় সংগীত', 'বৃন্দাবন চন্দ্রবলী সংবাদ', 'ছয়ঋতুর ডাক', ইত্যাদি কবিতা রেস্টোরেশন যুগের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার আদর্শে রচিত বলে অনুমান করা যায় । কারণ বেজবরুয়ার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা অসমীয়া সাহিত্যে দেখা যায় নি । ১৪

শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা যথার্থই বলেছেন, " আধুনিক অসমীয়া কবিতার সৃষ্টির গুরিতেই হ'ল পরবর্তী অসমীয়া কবি সকলর গোনপটায়াকৈ পাশ্চাত্য কবিতা অধ্যয়ন আরু তার হুবহু অনুকরণ ফল ।'' ১৫

'জোনাকী যুগে'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে রোমান্টিক ভাবধারা স্পষ্ট । এই রোমান্টিক ভাবধারা ইউরোপে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছে ,। অসমীয়া ভাষায় এই ভাবধারা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহায়তায় পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের অসমীয়া লেখকগণ ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যই সাগ্রহে অধ্যয়ন করতেন । ১৬

বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে সংকুচিত হয়ে এসেছে । এখন প্রতিটি মানুষ কেবল দেশের সাহিত্য পাঠেই তৃপ্ত থাকে না, বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত সারস্বত সাধকদের সাহিত্য কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে চায় । বর্তমানে অসমীয়াদেরও অনুরূপ আগ্রহের অংকুরোদ্গম হয় 'জোনাকী যুগে'র অসমীয়া সাহিত্যে । একথা স্বীকার করতেই হবে 'জোনাকী'ই অসমীয়া সাহিত্যসেবীদের পাশ্চাত্যমুখী করে তোলে । নবজাগৃতির আন্দোলন সূচিত হয় এই 'জোনাকী' পত্রিকায় । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে মিলনের সেতু রচনাও হয় এই পত্রিকার মাধ্যমে ।

পরিবর্তনশীলতা প্রাণের লক্ষণ । এই পরিবর্তন হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ।রেস্টোরেশন যুগের সাহিত্যিকগণ রোমান্টিক ছিলেন না । কারণ তাঁদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সনাতনী ভাব যার অন্য নাম ক্লাসিক । রেস্টোরেশন যুগকে মানুষ উদ্ বাহু হয়ে স্বাগত জানালেও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । পরেই এসেছে অন্য এক যুগ । এই যুগের স্পন্দন

যাঁরা ধরতে পেরেছেন তাঁরা হলেন গ্রে, কলিনস; বার্ন্স প্রমুখ কবি । এঁরাই প্রথম রেস্টোরেশন যুগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন । কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকাশ করলেন "দি লিরিক্যাল ব্যালাডস্" ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে । এই বছরটি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত স্মরণীয় । 'দি লিরিক্যাল ব্যালাডস্" রোমান্টিক যুগের সূচনা করে । এই বিশ্বখ্যাত কাব্য সংগ্রহের ১৯টি কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাকী ৪টি কোলরিজের । এই ২৩টি কবিতার ডানায় ভর করেই রোমান্টিক চেতনার মর্ত্য সঞ্চরণ । সেইসঙ্গে এল আরেক পরিবর্তন স্রোত । একদা যে কবিতার বেসাতি ছিল মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি, সেই কবিতা হৃদয় ও কল্পনার বশংবদ অনুগত জন হয়ে গেল । কবির প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে মূক মুখর হয়ে উঠল । তাঁরা সারা বিশ্বে শুনতে পেলেন এক মহাসংগীতের অনুরণন। শিশু ও প্রকৃতি তাঁদের কাছে পরম বিস্ময় ও আনন্দের প্রস্রবণ হয়ে দেখা দিল । তমসাচ্ছন্ন অতীতের মুখেএঁরা দিলেন ভাষা । অনুভব করলেন ব্যথিত পতিতদের অন্তর বেদনা ।মহা প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও সত্যের উৎস হয়ে প্রতিভাত হল । ওয়ার্ডসওয়ার্থ অতিসাধারণ বস্তু বা ব্যক্তিতে অসাধারণত্ব আরোপ করে প্রকৃতি পূজায় আত্মনিয়োগ করলেন, আরোপ করলেন স্বাভাবিকতা । কোলরিজ আশ্রয় নিলেন অতি – প্রাকৃতিকে । কবি শেলী প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন । বীরবেশে আত্মমুক্তির কামনায় যোগ দিলেন বাইরণ । সৌন্দর্য্য সাধনায় ধ্যানমগ্ন হলেন কীট্স । দূরাতীতের বুক থেকে মধু আহরণ করলেন স্যার ওয়াল্টার স্কট । আর এই সব বাক্ দেবীর 'বরপুত্র'দের মধ্যে দেখা গেল রুশোর বৈপ্লবিক জীবন দর্শন, জার্মান দার্শনিক কান্ট ও হেগেলের তুরীয়বাদ আর ফরাসী বিপ্লবের সাম্য - মৈত্রী - স্বাধীনতার অমোঘবাণী ।'জোনাকী' যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রভাব বিশেষ করে অনুভূত হল । কিন্তু কী করে ? চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া বলেন –''আধুনিক যুগত, দ্বিতীয় মহাসমরর প্রায় কিছু বছরর আগলৈকে, অসমীয়া সাহিত্যই মূল চারিটা উৎসর পরা নিজর সমল বিচারি লৈছিল - ভারতীয় সংস্কৃতি আরু সভ্যতা, অসমর প্রাচীন সংস্কৃতি আরু বুরঞ্জী, ইংরাজী সাহিত্য আরু শেষত বঙালী সংস্কৃতি আরু সাহিত্য" । ১৭ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও বলেছেন -"পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা অসমলৈ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগছোয়াতে আমদানী হল যদিও প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যর প্রভাব শেষর ফালেহে ভালকৈ প্রবেশ লাভ করে আরু সেই প্রভাব বহুক্ষেত্রত বিলাতর পরা পোনে পোনে নাহি বঙ্গ – সাহিত্যর যোগেদিহে অসমত প্রবেশ করিছিল ।" ১৮ অসমীয়া সাহিত্যিকগণ মাইকেল

মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহী ভাব কল্পনা; বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবির স্বদেশ প্রেম; বিহারীলালের আত্মলীনতা; রবীন্দ্রনাথের উন্নত রোমান্টিক কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি; শরৎচন্দ্রের অপাংক্তেয় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম টান - এসব কিছুর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তবে অসমীয়া সাহিত্যিকদের পরম কৃতিত্ব, তাঁরা কী বাংলা কী পাশ্চাত্য সাহিত্যিকে অন্ধ অনুকরণ করেন নি, স্বীকরণের সঙ্গে স্বকীয়তা প্রদর্শনও করেছেন। যা ছিল পরের, প্রতিভার গুণে তা হল ঘরের। এই গুণ 'জোনাকী' যুগ' তথা 'বেজবরুয়া যুগে'র অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যে ছিল এবং সেইজন্য অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিহাসে বেজবরুয়া যুগের সাহিত্যিকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বেজবরুয়া যুগের কবিগণ ইংরেজী অনুরাগ - মূলক কবিতার সংস্পর্শে এসে লিরিক বা খন্ড কবিতা রচনায় ব্রতী হন। প্রাক্ - বেজবরুয়া যুগের কবি বলদেব মহন্ত, রমাকান্ত চৌধরী প্রমুখের রচনায় কবির প্রাণস্পর্শের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁরা নব-কবিতার কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য কাব্যের রোমান্টিক লিরিক উচ্ছ্বাস বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া কবিদের হাতে নতুন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হল। এই যুগের কবিগণ তাঁদের কাব্যবীণায় একটি নতুন সুর ধ্বনিত করলেন। তাঁরা স্বাধীনতার জয়গান গাইতে শুরু করলেন। প্রকৃতি, সৌন্দর্য, ব্যক্তিগত প্রেম - প্রণয় ও ক্ষুদ্র মানব কবিতার স্বতন্ত্র বিষয় বস্তু হয়ে উঠল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত অসমীয়া কবির চোখেও সংসার অসাধারণ হয়ে প্রতিভাত হল। ধর্মীয় শাসনের নির্মোক থেকে প্রেম মুক্তি পেলো। ব্যক্তিগত প্রেমকথা কবিতায় সাদর অভ্যর্থনা পেলো। দুর্বার হৃদয়বৃত্তি সর্ব বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হল। ভাষা - শৈলী জনগণের পরিচিত রূপ নিল। কাব্যের সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ ও প্রাঞ্জল হল। তবে আনন্দের কথা, অসমীয়া লেখকগণ ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদ ও অধ্যাত্ম চিন্তাকে বর্জন করলেন না। ১৯ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার নিজস্ব গাম্ভীর্য ভূষিত ছন্দসঙ্গীতে গণতান্ত্রিক সুর বেজে উঠল। অনুরূপ সুর শ্রুত হল কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'চিন্তানল' ও চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বীণবরাগীতে'। অসমীয়া জাতীয় সাধুকথা ও লৌকিক গীতি - কবিতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে পান্ডিত্য পূর্ণ অনুসন্ধান না চললেও লোক কবিতার প্রভাব কিছু সংখ্যক কবির লিরিকে দেখা যায়। স্কটের উপন্যাসে দুর্গ,

রাজপ্রসাদ, ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা দৃষ্ট হয় । এইরূপ বর্ণনা স্কটের মত প্রাণবন্ত না হলেও রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাসেও দেখা যায় । স্কটের এই দূরপনেয় প্রভাব কেবল বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে নয়, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাহিত্যেও দেখা যায় । ২০

বেজবরুয়া পাশ্চাত্য ছোটগল্পের অনুকরণে অসমীয়া সাধুকথার নতুন রূপ দিয়ে এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন । ভিক্টোরিয়া যুগের উপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের বিদ্রূপাত্মক সৃষ্টি পিক উইকের আদর্শে এবং বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের' আদর্শে বেজবরুয়া 'কৃপাবর বরুয়া' (পরে বরবরুয়া) ছদ্মনামে এক রাগী পেটুক চরিত্র সৃষ্টি করে হাস্যরসের বিচিত্র ধারার অভিপ্রকাশ ঘটালেন । নিতান্ত নীরস বস্তুও অত্যন্ত সরস করে চিত্রিত হল । মানব প্রেম অনুরাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ক কাব্য, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প, আধুনিক নাটক, সমালোচনা, হাস্যকৌতুক তথা প্রহসন প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য অসমীয় নব জাগৃতি আন্দোলনে সৃষ্টি হল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা প্রবাসী অসমীয়া তরুণ ছাত্রগণ বাংলা নাটক ও অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হন । তাঁরা বাংলা নাটক ও অভিনয়ের আর্দশ সামনে রেখে অসমীয়া নাটক লিখতে ও অভিনয় করতে প্রয়াসী হন । তাঁদের এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তির প্রযত্নে আসামের প্রধান কয়েকটি সহরে কলকাতার রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ ও নির্মিত হয় । প্রথমাবস্থায় এইসব রঙ্গমঞ্চের অধিকাংশই ছিল অস্থায়ী । কালক্রমে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত থাকে । আসামের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে অনেক বাঙালী নাট্য রসিকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় - যেমন - গোপাল ওস্তাদ, বরদাপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি ।২১ ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বেজবরুয়া যুগে রচিত অসমীয়া সাহিত্য নানান রোমান্টিক প্রচেষ্টার একটি যুগ । এই যুগের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এই শতকের চতুর্থ দশকের শেষ দিক । আরেক নতুন যুগ আত্ম প্রকাশের ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে উঠে, এটিই অতি - আধুনিক যুগ । এই আত্ম প্রকাশের ব্যাকুলতা অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণোচ্ছলতাকেই সূচিত করে, তবে তা আমাদের পরিকল্পিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয় । আমাদের আলোচ্য, বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্য, যার সীমারেখা আমরা টেনেছি ১৯৪০ সাল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত ।

সূচি

- সূত্র নির্দেশ -

১। অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা – ড: সত্যেন্দ্রনাথ নাথ শর্মা – পৃ: ৩১ ।

২। 'সঙ্কলনের ভূমিকা 'অসমীয়া কবিতার কাহিনী' - ড: মহেশ্বর নেওগ ।

৩। মোর জীবন সোঁয়রন - লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রথমভাগ, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি আধ্যা ।

৪। ঐ ১।৭

৫। ঐ ১।৯

৬। হোমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য পৃ: ১১২ ।

৭। " শিক্ষা'', 'শিক্ষার হেরফের' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পৃ: ২৮৬ (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২ শ খন্ড বি:ভা: সং)

৮। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ড: শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ: ১৭০ ।

৯। অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা - ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা। পৃ: ৬৪ ।

১০। হোমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য, পৃ:১৬২।

১১। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য–ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২১ ।

১২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৬৭ ।

১৩। মোর জীবন সোঁয়রন – লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, ২।৩।

১৪। রসরাজ বেজবরুয়া – শ্রী শশী শর্মা, পৃ: ৭১।

১৫। অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত – হেমন্তকুমার শর্মা, পৃ: ২১৩ ।

১৬। ঐ

১৭। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া'র ভূমিকা ।

১৮। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য – ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃ: ১৩১ ।

১৯। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৬৮-৬৯ ।

২০। অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস –ড: শৈলেন ভরালী, পৃ: ৬।

২১। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি – ড:শ্রীহরিচন্দ্র ভট্ট চার্য, পৃ: ১১২-২৭ ।